যুগান্তর

তারিখ ... 28 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

# ফিদেল কাস্ত্রো : একটি দুর্লভ সা

## তৃতীয় মত

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

বিশ্বের দুই প্রান্তের দুই নেতা, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিব। বয়সে দু'জনই প্রায় কাছাকাছি। একজন সম্প্রতি ৯০ বছর বয়সে মারা গেছেন। আরেকজন মারা গেছেন আজ থেকে ৪১ বছর আগে। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। এখন বেঁচে থাকলে তার বয়স হতো ৯৬ বছর। দু'জনেরই শরীর ছিল দীর্ঘ দেবদারু বৃক্ষের মতো। বজ্রকণ্ঠ, অলৌকিক ব্যক্তিত্ব। একজন ছিলেন সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদে এবং অন্যজন ছিলেন সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে দারুণভাবে বিশ্বাসী।

দু'জনই দুটি ঐতিহাসিক রাষ্ট্রবিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে একজন প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অন্যজন একই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি গণতন্ত্রভিত্তিক ন্যাশন স্টেট। দু'জনেরই লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানো। আর এই লক্ষ্য ও আদর্শের মিল দু'জনকে পরম মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল।

এ দুই নেতার মধ্যে আরও মিল আছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নেতা আমেরিকার সিআইএ এবং তাদের দেশীয় অনুচরদের চক্রান্তে শেখ মুজিব নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন ৪১ বছর আগে। একই সিআইএ ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যার চেষ্টা করেছে শতাধিকবার। তিনি চক্রান্তগুলো ব্যর্থ করতে পারায় ২০১৬ সাল পর্যন্ত বেঁচে থেকে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে পেরেছেন এবং সমাজতন্ত্রী কিউবাকে মার্কিন হামলা থেকে রক্ষা করে টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন।

শনিবার (২৬ নভেম্বর) খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে কুড়ি ও একুশ শতকের এই কিংবদন্তি মহানায়কের মৃত্যু খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে আরেক কিংবদন্তি মহানায়কের কথা আমার মনে পড়েছে। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ৭৩ জাতি জোটনিরপেক্ষ (NAM) শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর দেখা হওয়ামাত্র তাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে দেখেছি আমি। কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধুকে সম্বোধন করেন কমরেড মুজিব, পরে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন-- আমি হিমালয় দেখিনি, শেখ মুজিবকে দেখেছি।

আমি আর বন্ধু তোয়াব খান (এখন দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক) বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার টিমের সদস্য হয়ে আলজিয়ার্সে গিয়েছিলাম। তখন তোয়াব খান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি। আমি ছিলাম ঢাকার একটি দৈনিকের সম্পাদক। বঙ্গবন্ধুর তখন জগৎজোড়া নাম। একটি ভয়ংকর সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছেন। একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তা। লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকায় তাকে বলা হয়েছে, 'A poet of politics'।

ফিদেল কাস্ত্রোও তখন কিংবদন্তির রাজা। ধনতন্ত্রের দুর্গ আমেরিকার বুকের ওপর সমাজতন্ত্রের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন। তার বিপ্লবের জোয়ারে ভাসছে সারা লাতিন আমেরিকা। ফিদেল কাস্ত্রো আর চে-গুয়েভারা এ দুটি নাম তখন নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের বিপ্লবের প্রতীক। আমার সাংবাদিক জীবনের পরম সৌভাগ্য, আমি বিশ শতকের দুই মহান— ফিদেল কাস্ত্রো এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আলজিয়ার্স সম্মেলনে গভীর পারস্পরিক শ্রদ্ধায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে দেখেছি। গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখেছি। আলজিয়ার্সে শুধু ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে নয়, অনেকের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে বসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। যেমন, কাম্পুচিয়ার (কম্পোডিয়া) প্রিন্স সিহানুক, মিসরের আনোয়ার সাদাত, যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, সাইপ্রাসের আর্চবিশপ ম্যাকরিওস, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাত, আলজেরিয়ার বুমেদিন, সৌদি আরবের কিং ফয়সল, জাম্বিয়াসহ অনেক আফ্রিকান দেশের নেতা। বঙ্গবন্ধু এদের মধ্যে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন ইন্দিরা গান্ধী, ফিদেল কাস্ত্রো ও আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে।

এখানে একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করি। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু এই প্রথম আলজিয়ার্সে একটি বিশ্ব সম্মেলনে যাচ্ছেন। তার সম্পর্কে জানার প্রচণ্ড আগ্রহ তখন অন্যান্য দেশের নেতাদের মধ্যে। তখন বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ছিলেন প্রয়াত বাহাউদ্দীন চৌধুরী। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দ্রুত বঙ্গবন্ধুর একটি জীবনী পুস্তিকা বের করা হবে। বাংলা এবং ইংরেজি। আমি বাংলায় পুস্তিকাটি লিখি এবং তার ইংরেজি তরজমা করেন সাংবাদিক হাসানুজ্জামান খান। প্রচ্ছদ তৈরি করেন শিল্পী কালাম মাহামুদ।

বইটির ছাপা, বাঁধাই চমৎকার হয়েছিল। আলজিয়ার্সের সম্মেলনে কয়েকশ' কপি পাঠানো হয়। আমিও সঙ্গে নিয়েছিলাম খানকয়েক পুস্তিকা, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যে বিদেশী রাষ্ট্রনায়কই দেখা করতে এসেছেন, তাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা পুস্তিকা গুঁজে দিয়েছি। প্রিন্স সিহানুক থেকে শুরু করে কিং ফয়সল ও আনোয়ার সাদাত সবাই আগ্রহের সঙ্গে বইটি নিয়েছেন। আমার দারুণ ইচ্ছে ছিল ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে একটু কথা বলব। কিন্তু সুযোগ কোথায়? বন্ধু তোয়াব খানকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল না কখন কোথায় মুজিব-কাস্ত্রো বৈঠক হবে! সুযোগ একদিন জুটে গেল।

বিকালে টি-ব্রেকে কাস্ত্রো সম্মেলন কক্ষ থেকে আসছেন। সঙ্গে বঙ্গবন্ধু। কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষীদের করে তার কাছে যাওয়া অসম্ভব। মাথায় বুদ্ধি বঙ্গবন্ধুর জীবনী পুস্তিকাটি কাস্ত্রোকে উপহার হাতের ওপরে তুলে ধরে তার দিকে এগি বঙ্গবন্ধুও আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। নিরা আর বাধা দিল না। এগিয়ে গিয়ে কাস্ত্রোর দিলাম। তিনি বইটার প্রচ্ছদ দেখেই বুঝতে পার

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর দেশে-বিদেশে যখন কমিউনি ভাঙন ধরেছে, লাল পতাকা নমিত হচ্ছে, তখনও কিউবার কমিউ পার্টিতে ভাঙন ধরেনি। লাল পতাকা নমিত হয়নি। কাস্ত্রো বজ্র নি বলেছেন, 'সমাজতন্ত্রের পতন হয়নি। ষড়যন্ত্র করে একটি সমাজ শিবিরের পতন ঘটানো হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটবেই। ক্যাপিটালিজমের মৃত্যুযন্ত্রণা শিগগিরই শুরু হবে।' ফিদেল কাস্ত্রো মৃত্যুর আগেই সেই মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে গেছেন। তার মৃত্যু হয়নি

কী। বাঁ হাতে বইটা নিয়ে ডান হাত এগিয়ে দিকে করমর্দনের জন্য। সেই শক্ত লৌহনিগড় আমার হাতটা কিছুক্ষণ বন্দি রইল। অপরিচিত উচ্চারণে ইংরেজিতে যা বললে তোমাকে ধন্যবাদ।

বঙ্গবন্ধুর 'মেডিটেরিয়ান ভিলা'য় প্রিন্স সিহানু যে বৈঠক হয় সে বৈঠকে আমিও ছিলাম হোসেন, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, এমআর আখতার মুকুল এবং আরও অনেক ক্যামেরাম্যান ছিলেন। ওই বৈঠকের সি সিহানুককে বঙ্গবন্ধুর জীবনী পুস্তিকাটি দিই

মোশাররফ হোসেন

## বিশিষ্ট সমাজসেব মোশাররফ হোসেনের ইন্তেকা

**যুগান্তর রিপোর্ট**

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মরহুম এত উদ্দিন আহমেদের ছেলে বি সমাজসেবক মো. মোশাররফ হো রোববার উত্তরার ১৪নং সেক্টরের নি বাসভবনে বেলা ১১টায় ইন্তেকাল ক (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তার ব হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন এলা সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী নাসি বেগম (শুল্ক ও আবগারি বিভা সাবেক পরিদর্শক), এক মেয়ে, ছেলেসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্র রেখে গেছেন। নাসিমা বেগম যুগান্ত প্রকাশক সাবেক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকে সালমা ইসলাম এমপির বড় বো মরহুমের একমাত্র মেয়ে লুবনা আহ যুগান্তর পত্রিকার একজন সাংবাদি মরহুম মোশাররফ হোসেন বিক্রমপু কাজীরপাগলায় স্কুলজীবন ও ঢা জগন্নাথ কলেজে কলেজজী অতিবাহিত করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভাগ, ফরেন পোস্ট অফিস, হোটে ইন্টারকন্টিনেন্ট ও সর্বশেষ চিনি ও খা কর্পোরেশনে উচ্চ পদে নিয়োজি ছিলেন। গতকাল বাদ এশা উত্তরা ১৪ সেক্টর বায়তুল আমান জামে মসজি জানাজা শেষে তার লাশ ১২নং সেক্ট কবরস্থানে দাফন করা হয়।

## মনোযোগ দিয়ে নির্দোষ যুক্তি শুনলে তারেক সাঈদ

**ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি**

নারায়ণগঞ্জের আলোচিত সাত খু মামলার অন্যতম আসামি সামরি বাহিনী থে বরখাস্ত লে কর্নেল ও র‍্যাব-১ সাবেক কমান্ডি অফিসার তারে মোহাম্মদ সাঈ মনোযোগ দিয়ে ৪৫ মিনিট শুনলে নিজের নির্দোষ যুক্তি। তার পক্ষের আইনজীবী সুলতানুজ্জামান রোববার বেলা ১টা ২৫ মিনিট থেকে তারেকে উপস্থিতিতে আদালতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। বেলা ২টায় আদালত তারেকের আইনজীবীর যুক্তিতর্ক সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করেন। নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত

নারায়ণগঞ্জে সাত খুন